একক : ৪.০২ : বাংলা প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের সমসময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে তিনি নতুন মেজাজ ও ভঙ্গি সঞ্চার করেন। তাঁর সর্বপ্রধান কাজ হল বাংলা সাহিত্যে 'চলিত ভাষা'র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাঁর অন্যতম কীর্তি হল 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) পত্রিকার সম্পাদনা। এই পত্রিকার হাত ধরেই চলিত ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিদ্রোহী এবং আধুনিক মাধ্যম হিসাবে আত্মঘোষণা করে। তাঁর স্বতন্ত্র ভঙ্গির গদ্যরীতি 'বীরবলী গদ্য' নামে পরিচিত। তাঁর গদ্যরীতি হল 'একপ্রকারের শুষ্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তির্যক দ্যোতনা-বিশিষ্ট বিদগ্ধ মনের পরিচয়বাহী রচনারীতি'। 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্বকে প্রখ্যাত সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে ঃ

"সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজ পত্র' তাঁর গাণ্ডীব। ...রুচির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বররুচি— রূপের রাজ্যে তিনি ছিলেন বরপুত্র, জ্ঞানের পথে তাঁকে বলা যায় বরযাত্রী। ...তাঁর সাহিত্য-প্রতিভায় নব্যতা ছিলো— ছিলো অনন্যতা।"

বিদগ্ধ পাঠক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ইউরোপীয় বিভিন্ন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। বিশেষ করে ফরাসি সাহিত্য তাঁকে আকর্ষণ করেছিল গভীরভাবে। তাঁর প্রবন্ধে ফরাসি রীতির অনুসরণ লক্ষ করা যায়। ফরাসি গদ্যভাষা ও রীতির বিশিষ্ট গুণগুলি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সুচারুভাবে। তাই তাঁর গদ্যভাষা হয়ে উঠেছিল অধিকতর মার্জিত, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মননশীলতা, নিবিড় ঐহিকতা নিয়োজিত ছিল বিংশ শতকের প্রথম পর্বের শিক্ষিত বাঙালি মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিযজ্ঞে। তাঁর প্রবন্ধ-পুস্তিকা ও সংগ্রহ গ্রন্থগুলি হল ঃ ১. 'তেল নুন-লকড়ি' (১৯০৬), ২. 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), ৩. 'নানা কথা' (১৯১৯), ৪. 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০), ৫. 'দু-ইয়ারকি' (১৯২১), ৬. 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১), ৭. 'রায়তের কথা' (১৯২৬), ৮. 'নানা চর্চা' (১৯৩২), ৯. 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬), ১০. 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০), ১১. 'বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (১৯৪৪), ১২. 'আত্ম-কথা' (১৯৪৬), ১৩. 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান' (১৯৫৩)।

প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই তাঁর নিজের সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম দুই প্রবন্ধ 'জয়দেব' ও 'আদিম মানব' সাধুভাষায় লেখা হয়েছিল, বাকি সব প্রবন্ধই চলিত ভাষায় লেখা। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ ১. ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ; ২. শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ; ৩. রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ; ৪. ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ এবং ৫. আত্মজীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ। চলিত ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি একদিকে চলিত ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন, অন্যদিকে চলিত ভাষার সপক্ষে যুক্তি বিন্যস্ত করেন। চলিত ভাষার সপক্ষে যে প্রবন্ধগুলি তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল— 'কথার কথা', 'বঙ্গ ভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'বাঙলা ব্যাকরণ', 'আমাদের ভাষা সংকট' ইত্যাদি। চলিত ভাষার সমর্থনে 'কথার কথা' প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ

"যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।"

তিনি কথ্য ভঙ্গিকে সাহিত্যে স্থান দিতে চান, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন মতো বাইরে থেকে শব্দ ধার নিতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। দেশি-বিদেশি যে কোনো ভাষা থেকেই শব্দ গ্রহণে তিনি রাজি ছিলেন। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে তিনি সাধুভাষাকে কৃত্রিম ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ওই রকম কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই। সাহিত্য বিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি হল 'সাহিত্যে খেলা', 'সাহিত্যে চাবুক', 'খেয়াল খাতা', 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?', 'জয়দেব', 'চিত্রাঙ্গদা', 'ভারতচন্দ্র'। উদ্ধৃত প্রথম চারটি প্রবন্ধে সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রমথ চৌধুরী এবং পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধে সমালোচক প্রমথ চৌধুরী সত্তাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সাহিত্য-দর্শনে তিনি ছিলেন কলাকৈবল্যবাদী, সে কথা তাঁর উচ্চারণে ধরা পড়ে।

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েও প্রমথ চৌধুরী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তার পরিচয় আছে 'আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা', 'আমাদের শিক্ষা', 'নব বিদ্যালয়', 'নব বিদ্যালয় (২)', 'শিক্ষার নব আদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধে। তাঁর শিক্ষাচিন্তার একটা বড়ো দিক হল মাতৃভাষা-সচেতনতা। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে 'তেল-নুন-লকড়ি', 'দু-ইয়ার কি', 'রায়তের কথা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি প্রবন্ধে। তৎকালীন কৃষক জীবনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'রায়তের কথা' গ্রন্থে। কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। তাঁর 'নানাচর্চা' গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল 'বীরবল', 'হর্ষচরিত', 'পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ' প্রভৃতি। তাঁর আত্মজীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে 'আত্ম-কথা' গ্রন্থে। সংক্ষিপ্ত আকারে শৈশবকাল থেকে ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বিচিত্র জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে।

সার্বিক আলোচনাসূত্রে বলা যায় যে, তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর ভাষা শানিত ও দীপ্ত, তাঁর রচনাশৈলীর প্রধান ধর্ম বাকচাতুর্য। বিরোধাভাসপূর্ণ বাক্য-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরীর ভাষাবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ, খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশ, যুগল ক্রিয়াপদ, শব্দের বিভিন্ন অর্থাভাস, বাক্যের আকস্মিক বিভাগ, বাগ্‌ভণিতি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও ভাষার গাঢ়বন্ধতা, কথা বাংলার ফ্রেজ ও ইডিয়ম, পদবিন্যাসের কথ্যভঙ্গি সুলভ রীতি— সব কিছুই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিতে দেখা গেল। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তা বীরবলী গদ্যরীতি নামে প্রখ্যাত।"

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ভাষাশিল্পের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতাই এই স্বতন্ত্র গদ্যরীতির জন্ম দিয়েছিল। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষার ব্যবহারে, বাঙালি মননে চেতনা-সঞ্চার করে তিনি চলিত রীতির গদ্যের যে পরিচয় উপস্থিত করেছেন এবং প্রবন্ধে আঙ্গিকের যে পরিবর্তন সংঘটিত করেছেন, সেজন্য প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।